দৈনিক সংবাদ

243

তারিখ ... 09 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ আজ চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ঘেরাও

॥ জাফর ওয়াজেদ ও
শহীদুল ইসলাম বাচ্চু ॥

চট্টগ্রাম, ৮ই জুন।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের সশস্ত্র অবস্থান আরো জোরদার করেছে। পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরণোন্মুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গেটে তালা ঝুলছে। প্রশাসনিক কাজকর্ম অচল হয়ে পড়েছে। ছাত্র–শিক্ষকদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক কাজ আটকে রয়েছে। জঙ্গী শিবির কর্মীদের লাগাতার সন্ত্রাসের কারণে কোন সাধারণ ছাত্র এবং শিক্ষক ও কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারছেন না। আগামীকাল চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ১ নম্বর গেটে সমাবেশ ও পরে ছাত্র–জনতাকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করবে। এদিকে সাধারণ শিক্ষকগণ আগামীকালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা না

চট্টগ্রাম : পৃঃ ৮ কঃ ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ

(১ম পাতার পর)

হলে ১০ই জুন সকাল–সন্ধ্যা প্রতীক অনশনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

ছাত্র শিবিরের আর্মড ক্যাডার ''সিরাজুস সালেহীন'' বাহিনীর সদস্যরা এখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হলসমূহে অবস্থান নিয়েছে। অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের কোন নেতা–কর্মী এখনো ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছেন না। পুরো ক্যাম্পাস ও হলসমূহ দখল করে রেখে সশস্ত্র শিবির কর্মীরা এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। এদিকে সকল সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার ও অবিলম্বে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবীতে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য কাল সকাল ৯ টায় ১ নং গেটে এক সমাবেশের আয়োজন করেছে। সমাবেশের পর বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করা হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা দখলের প্রতিবাদে আজ বিকেলে ডাঃ মিলন চত্বরে শিক্ষকদের উদ্যোগে এক ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ফজলী হোসেনের সভাপতিত্বে এ–সমাবেশে বক্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থার জন্য ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে দায়ী করেন এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন।

বক্তাগণ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার সরকারী অঙ্গীকারের দ্রুত বাস্তবায়ন দাবী করেন। তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত উপাচার্যকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অপসারণের হীন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তাগণ একশ্রেণীর জামাতপন্থী শিক্ষক কর্তৃক সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ও মদদ যোগানোর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ডঃ ইনামুল হক, ডঃ হামিদা বানু, ডঃ আবদুল ওয়াসিহ, চাকসু ভিপি নাজিমউদ্দিন, মহিলা পরিষদ নেত্রী বেগম নুরজাহান খান, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক শফিউল আলম, চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন বাবুল, শামসুন্নাহার হল ছাত্রী সংসদের জিএস রুবানা কাফী ঝর্না। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান। সমাবেশশেষে সর্বস্তরের মানুষের এক মৌন মিছিল ডাঃ মিলন চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহীদ মিনারে শেষ হয়।

এদিকে শিবির আজ থেকে আরো ৭২ ঘন্টার লাগাতার হরতাল আহ্বান করেছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলায় আহত হয় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নেতা হুমায়ুন কবীর লিটন। ঐ দিন দুপুরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় ৬ মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ দুপুরে সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়, তবে পঙ্গু অবস্থায় চিকিৎসকরা তাকে আরো ৩ মাস শয্যাশায়ী থাকার জন্য বলেছেন। পঙ্গু অবস্থায় ক্রাচে ভর করে আজ সে হাসপাতাল ত্যাগ করে।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসী চক্রের অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনের দাবীতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য চট্টগ্রাম নগর শাখার উদ্যোগে আজ বেলা ১২টায় দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে এক গণ–জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৫ জন নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, একটি ছাত্র সংগঠন আন্দোলনের নামে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রেখে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের নামে একপেশে কর্মসূচী থেকে বিরত থাকার জন্য উক্ত ছাত্র সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানান। তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, নতুবা ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের স্বার্থে বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করবে। তারা এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রলীগ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ–অ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার জরুরী কর্মী সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বেশ কিছুদিন যাবৎ ছাত্র শিবির নামধারী যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি অচল করে রেখেছে, তাদের বিষয়ে সরকারী প্রশাসনের নীরবতা সত্যিই রহস্যজনক।

ছাত্র ফ্রন্ট

শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলা ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যৌথ উদ্যোগে আজ বেলা ১২টায় দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিতহয়।

ছাত্র ইউনিয়ন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও গোলাম আজমের নাগরিকত্ব বাতিল এবং জামাত–শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবীতে ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার উদ্যোগে আজ সকালে পটিয়ায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল বের করা হয়।

পুলিশী প্রহরা জোরদার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী প্রহরা আরো জোরদার করা হয়েছে। আজ রাত থেকে দাঙ্গা পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের ভেতর, ১ ও ২নং গেটে পুলিশ রয়েছে। কাল ভোরে চাকসু ও ছাত্র ঐক্যের অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণার পর এই প্রহরা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হয়েছে। সিণ্ডিকেটের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় ক্যাম্পাসে তল্লাশি অভিযান চালানো সম্ভব হচ্ছে না। পুলিশের মতে, ক্যাম্পাসে শিবির সশস্ত্র ঘাঁটি গেড়েছে কিনা সে বিষয়ে তাদের কাছে কোন তথ্য নেই। তবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা তৎপর রয়েছে বলে জানান।

উপাচার্য অপসারিত হচ্ছেন

সরকারের একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, জামাত শিবিরের চাপের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকার সমর্থক বা জামাতপন্থী কোন শিক্ষককে উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া হতে পারে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–দের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, পরিস্থিতির অবনতি চলতে থাকলে ২২শে ডিসেম্বরের চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনের জন্য চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

শামসুন্নাহার হল ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হল চত্বরে মিছিল হয়েছে। পরে ছাত্রীরা এক সমাবেশের আয়োজন করে।

শিবিরের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গতকাল সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে ছাত্র গণজমায়েতের আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১শ' ৯ জন পরীক্ষার্থী এক বিবৃতিতে ১৯৮৮ সালের মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষা একটি বিশেষ মহলের সন্ত্রাসের কারণে ৩ বছর পরও না হতে পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট পরিষদের জরুরী সভায় অবিলম্বে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের দাবী জানানো হয়।